প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ঃ

মোঃ আবদুল কাদের/নাজীমউদ্দিন মোস্তান

কমপিউটারের উপর ট্যাক্সের খড়্গ

চট্টগ্রামে 'ডিনামিক ডাটা ইনপুট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক ডাটা এন্ট্রির কাজ শুরু করছে। তাদের প্রচুর পিসি ও সরঞ্জাম দরকার। ঢাকায় ২২ কোটি টাকার কমপিউটার আমদানীর জন্য একটি প্রতিষ্ঠান শুল্ক মওকুফের আবেদন করেছে। ৬০০ কোটি টাকার বিদেশী কাজ করার জন্য তাদের অজস্র মেশিন দরকার। ব্যবসা বাণিজ্যে কমপিউটার ব্যবহারের চাহিদা প্রসারিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগে উপগ্রহের মাধ্যমে বার্তা আদান-প্রদানের জন্য কমপিউটার ব্যবহারের প্রসার ঘটবে শিল্পবাণিজ্যে। কমপিউটার চর্চায় ঢাকার বাইরে রাঙ্গামাটি-দিনাজপুর-ময়মনসিংহ-নওগাঁ পর্যন্ত নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসছে। নিম্ন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে কমপিউটার না দিলে দেশে লক্ষ লক্ষ কমপিউটারজীবী প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবে না। ৬০ হাজার প্রোগ্রামার, ১ লক্ষ ডাটা এন্ট্রি কর্মী, অর্ধলক্ষ অপারেটর দরকার বাংলাদেশে। অথচ বছরে ৫/৭ হাজারের বেশী কমপিউটার আসছে না এদেশে। যা আসছে তাতে শুল্ক, ট্যাক্স, কর মিলিয়ে মূল্যের অধিক ৩৬ ভাগ আদায় করছে সরকার। কমপিউটারে প্রশিক্ষিত আত্মনির্ভরশীল জাতি, শত সহস্র কোটি ডলারের বৈদেশিক উপার্জন চায় সরকার, না বৎসরে ৬ কোটি টাকার শুল্ক ও কর ? – এ প্রশ্নের মীমাংসার দাবী তুলেছেন আমাদের প্রবীণ ও নবীন উদ্যোক্তা, সংগঠক ও বিশেষজ্ঞগণ।

কমপিউটারায়ন যখন বাংলাদেশে গতি লাভ করছে, তখন সরকারের ভাবমূর্তিটা ভয়ঙ্কর। সরকার প্রসারমান ও বিকাশমান কমপিউটারের উপর ট্যাক্সের খড়্গ চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারের শুল্ককর্তাদের ট্যাক্স খড়্গ যত নির্মম, তার চাইতে নির্মম তাদের অজ্ঞাতপ্রসূত, নয়তো ইচ্ছাকৃত হয়রানি। নিয়ত মূল্য পতনের তথ্য প্রযুক্তি পণ্যের ৫০০ ডলারের আইটেমকে তাঁরা ১৩০০ ডলার বলে শুল্ক ধার্য করে বসেন। কমপিউটারের ডাটা কার্টিজ যে বন্দুকের অগ্নিস্রাবি কার্তুজ নয়, এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় আমদানীকারকদের উপর। ইউপিএসকে তাঁরা ব্যাটারীর গোত্রভুক্ত করেন। উন্নত এই প্রযুক্তির আগমন ও প্রসারের পথে সরকারের সহায়তার বদলে নির্মম প্রতিবন্ধকতাই এখনকার সরকারী ভূমিকার মূল দিক।

কমপিউটারের উপর ট্যাক্সকে "জ্ঞানের উপর করারোপ" হিসেবে সমালোচনা করছেন এদেশের জ্ঞানী, গুণী, উদ্যোক্তা এবং পথিকৃতগণ। ৯৩-র জুন পর্যন্ত এক বছরে ৫২৭০টি কমপিউটার এসেছে বাংলাদেশে। ৯৪ অর্থ বছরে এর পরিমাণ ৭/৮ হাজার পর্যন্ত এগোতে পারে। এর উপর সাড়ে ৭ ভাগ আমদানী শুল্কে সরকারের রাজস্ব আয় খুব একটা বেশী নয়। শুল্ক মওকুফ করে দিলে কমপিউটারের দামও যে খুব বেশী কমবে তাও নয়। আবার শূণ্য শুল্কের কমপিউটারের দেশান্তরী হবার আশঙ্কাও করেন কেউ কেউ। শুল্ক ভ্যাট সহ নানা কর মিলিয়ে ৩২ হতে ৩৬ ভাগ কর বইতে হয় ক্রেতাদের। এটা বেশ দুর্বহ। কিন্তু সবচাইতে অসহনীয় হলো, আধুনিক এই কর্ম ও জ্ঞান সরঞ্জাম নিয়ে শুল্ক কর্তাদের হয়রানি। ক্রেতার ফরমায়েশ পূরণের তাগিদ যখন তীব্র, তখন শুল্ক নির্ধারণ নিয়ে অসহনীয় ঘটনা ঘটে যায় শুল্ক আদায়ের কেন্দ্রে। শুল্কের চাইতে এ হয়রানিটাই ব্যবসায়ীদের জন্য দণ্ডকারণ্য। দুর্ভোগের চূড়ান্ত। আর, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চাদপদ দেশে তথ্যযুগটাকে যদি ধরতে চান সরকার, তাহলে শুল্ক অব্যাহতি, হয়রানি অবসান করা দরকার। ভিডিও ক্যামেরা যদি শুল্কমুক্ত আমদানীর সুযোগ পায়, তাহলে কমপিউটার পাবে না কেন?

এ প্রশ্নে ফ্লোরা লিমিটেড-এর প্রবীণ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম.এন. ইসলাম, ডেস্কটপ কমপিউটার কানেকশন-এর এমডি জনাব বোরহান উদ্দিন, ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্টের জনাব আফতাব-উল ইসলাম এবং বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির তরুণ সাধারণ সম্পাদক জনাব এ. এইচ. কাফীর মতামতে দৃশ্যতঃ পথ ও পন্থা নিয়ে প্রভেদ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করলেন যে, কমপিউটার জনপ্রিয় হয়ে ওঠার মুহূর্তে সরকার দায়সারা অবস্থান নিয়ে নিশ্চুপ বসে আছে। কমপিউটারকে শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবস্থাপনা-শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-কর্মসংস্থানের বাহন হিসেবে জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এর ক্রয়মূল্যের উপর বড় রকমের অবচয় হার বা ডিপ্রিসিয়েশন রেট নির্ধারণ করা জরুরী। এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যমহীন কাল যাপন, সিদ্ধান্তহীনতা এবং উদাসীন তাই সবচাইতে বেদনাদায়ক।

ট্যাক্স দিতে হয়রাণি

কমপিউটারের দাম দ্রুত কমছে। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুনামের অধিকারী আমদানীকারকরাও তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হিমশিম খান। এর উপর রাজস্ব বোর্ডের শুল্কায়ন কর্মকর্তারা তাঁদের অজ্ঞতা ও তথ্যের স্বল্পতাকে সন্দেহে, সন্দেহকে দণ্ডমূলক করে এমনভাবে রূপান্তরিত করেন যা, এ প্রযুক্তি বাহকদের জন্য প্রাণান্তকর। আমদানীকৃত কমপিউটারের উপর শুল্ক প্রদান করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন সকলে। অথচ ৩২ হতে ৩৬ ভাগ ট্যাক্স ও কর বাবদ এ খাত দিচ্ছে তো সেই ৬ কোটি টাকা।

এই সামান্য ট্যাক্স না বিপুল জাতীয় আয় কোনটি চাই?

অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক নূরুল ইসলাম বললেন, কমপিউটার ক্রমেই অফিস ইকুইপমেন্ট ও টেলিযোগাযোগের মধ্যমণি হয়ে উঠছে। দেশের ভিতরের কাজের সাথে বাইরের কাজ করার ভিত্তিটা জনগণ তৈরী করছে কমপিউটার কিনে কিনে। ঢাকায় ডাটা এন্ট্রির যে শিল্প গড়ে উঠছে, তার একটি প্রতিষ্ঠানই ১৫ কোটি ডলার বা ৬০০ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে। সম্পূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার এমন কাজ আরও আসছে। চট্টগ্রামে একটি প্রতিষ্ঠান বহু লক্ষ টাকার মেশিন কিনে অফশোর ডাটা এন্ট্রির কাজে হাত দিয়েছে। সরকার অল্পকিছু শুল্ক-আয়ের বদলে দেশের বৃহত্তর আয় এবং কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলে দীর্ঘ- ও মাঝারী, মেয়াদে দেশ সবচাইতে বেশী লাভবান হতে পারে। এক কোটি টাকা ব্যয় করে অন্যান্য শিল্পে যেখানে কর্মসংস্থান হয় ৩০/৪০ জনের, সেখানে তথ্যপ্রযুক্তিতে সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করে কাজ দেয়া যায় ৩০০/৩৫০ জন শিক্ষিত তরুণকে।

দেশ পিছিয়ে পড়ছে

ফ্লোরার অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম.এন. ইসলাম বলেন, ৬ কোটি টাকা আদায়ের জন্য পুরো দেশকে জিম্মি করে রাখার পরিণাম শুভ হচ্ছে না। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে ক্রমাগত। সরকার ৫ বৎসরের জন্য কমপিউটারকে শুল্ক মুক্ত করে দিলে ব্যয়ই কেবল কমবে না, কমপিউটায়ায়নের গতিও বেড়ে যাবে। তার ফলে শত-সহস্র কর্মসংস্থানের পথ খুলে যাবে বছরে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক আয় আসা মোটেও বিচিত্র নয়।

অতিরিক্ত ২২০০০ পিসি দরকার

চীনে প্রতি কোটি মানুষের জন্য বছরে কমপিউটার আসছে ৪৫৮৩টি। ভারতে প্রতি কোটি মানুষের জন্য আসছে ২৪৩৯টি কমপিউটার। বাংলাদেশে প্রতি কোটি মানুষের জন্য বছরে কমপিউটার আসছে মাত্র ৪১৭টি। '৮৯ হতে ভিয়েতনাম এদিকে মন দিয়েছে। তারা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশকে। (এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন এবং একটি খবর রয়েছে এ সংখ্যা মাসিক কমপিউটার জগৎ-এ)। ভারতের সাথে সমমানের হতে হলেও আমাদের প্রতি কোটি মানুষের জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত ২০০০ করে নতুন ২২০০০ কমপিউটার আনা দরকার। কিন্তু ঝামেলা ও গণ্ডগোলে কমপিউটার এবং তার যন্ত্রাংশ আনা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে।

দেশের অগ্রগতিতে সহায়তা করার পথও রাজস্ব সরকার এভাবে দুঃসাধ্য করে তুলেছে। দুনিয়ার কোথাও জ্ঞান-সামগ্রীর উপর এমন অত্যাচার ও ট্যাক্স নেই। ৬ কোটি টাকার জন্য পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খুবই বেদনাহত স্বরে কথাটি বললেন তিনি।

উচ্চ ট্যারিফ ভ্যালু ধরে শুল্ক আদায়

যারা সত্যিকার অর্থে এ দেশের কমপিউটারায়নে অবদান রেখেছেন, তাঁরা শুল্কের ঝামেলায় উত্যক্ত। ডেস্কটপের তরুণ উদ্যোক্তা জনাব বোরহানউদ্দিন ফ্লোরার প্রবীণ উদ্যোক্তা নূরুল ইসলামের মতই চালানের পর চালানের কাগজপত্র দেখিয়ে বললেন, দেখুন, ২৫০ মেগাবাইট হার্ডডিস্কের দাম করকর্তারা ধরেছেন ৪৫০ ডলার। কিন্তু এর পর এ রকম জিনিষের ভিত্তি দাম উঁচিয়ে ধরে শুল্ক চাপানো হলে কী অবস্থা দাঁড়ায় বলুন ? অনেক সময় জরুরী চালান ছাড় করাতে গিয়ে এ ধরনের ঝুট ঝামেলায় শুল্ক কর্তাদের খুশী মত হারে শুল্ক পরিশোধ করতে এঁরা বাধ্য হন। কারণ, মালামাল ছাড় করাতে দেরি হলে ডেমারেজ বাড়ে, ব্যাংক সুদ বেশি দিতে হয়, আর নির্দিষ্ট সময়ে ডেলিভারী না দিতে পারলে অর্ডার

বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে বিরাট অঙ্কের শুল্ক দিয়ে লোকসানে প্রতিষ্ঠান বিপন্ন হয়ে ওঠে।

কম্প্যাকের অনুমোদিত ডিলার ডেস্কটপকে দায়িত্বশীলভাবে এ ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। কম্প্যাকের বিদেশী কর্মকর্তা বার্ণার্ড উপস্থিত থেকে, আনীত চালান ছাড় করানোর জন্য শুল্ক কর্তাদের সাথে কয়েকদফা কথা বলেছেন। রাজস্ব বিভাগের কমপিউটার দিয়েছিলেন এঁরাই। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম নেই। কেবলমাত্র কমপিউটারের সহযোগী হিসেবে ব্যবহৃত ইউপিএস-এর উপর শুল্ক বিভাগ ব্যাটারীর শুল্ক হার সমান হারে চাপিয়ে দিয়েছে এই বলে, এগুলিও ব্যাটারীর মত। কোন কোন প্রতিষ্ঠান এ অবস্থায় পড়ে আনীত চালান পুনঃ রপ্তানী করে লোকসান এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার সুযোগও নেই।

কমপিউটার সমিতি পর্যায়ে শুল্ক নীতি এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের হয়রানির প্রতিবিধান করা যেতো। কমপিউটার কাউন্সিলও দুর্ভোগ লাঘবের ব্যাপারে ভেণ্ডারদের সহায়তা করতে পারতো। কিন্তু বর্তমান শুল্ক পাঁচিল, শুল্কহার, শুল্কায়ন, দরকষাকষি, অনুমোদন ও ছাড়– সবকিছুর মধ্যে কিছু ভেণ্ডার, শুল্ককর্তা, ও রাজস্ব বিভাগ সবার কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন স্বার্থ লুকিয়ে আছে। কথাটি হেঁয়ালী নয়। বেশ গুরুত্ব দিয়ে এ কথাগুলো বললেন কয়েকজন। এমন অনেক ব্রান্ডের বা ব্রান্ডহীন কমপিউটার আছে যাদের গায়ে এখন আর ৫৮৬ বা ৩৮৬ উৎকীর্ণ থাকে না। যেখানে যেটা সুবিধা সেটা ধরে নিলে বাধা কী! কিন্তু মরে যাচ্ছে সুনামের পণ্য ও সুনামের বিক্রেতারা। কম্প্যাকের মত মূল বা উচুমানের আইটেমগুলো অন্তরে যা, বহিরাবণেও তা– মান ও স্তরের বর্ণনা সুস্পষ্ট লেখা থাকে। বিদেশী বিনিয়োগ চাইছে সরকার। কিন্তু পণ্য মান ও দরের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত দরকে অগ্রাহ্য করে প্রতিদিন মনগড়া একেকটা দর চাপাচ্ছে। অথচ এ সংস্থাটি বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত এ খবর বিশ্ব জানছে। এটা মোটেও প্রীতিকর নয়।

কমপিউটার বিলাস সামগ্রী নয়

জনাব বোরহান উদ্দিন কর্মক্ষেত্রে প্রসার ও কর্মপদ্ধতি উন্নয়ন এবং বৈদেশিক আয়ের কাজ করার মাধ্যম হিসেবে কমপিউটার প্রসারের উপর জোর দিলেন। তিনি বলেন, কমপিউটার শিক্ষা-উৎপাদনশীলতা-মেধা-মনন উন্নয়নের উপকরণ। একে জনগণের জন্য সহজলভ্য করতে হবে। এটি কোন বিলাস সামগ্রী নয়। দেশে দেশে দাম কমছে অথচ কমপিউটারের দাম এদেশে সে অনুপাতে কমছে না।

লোকবল থাকলে উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। লোকবল গড়ে উঠার জন্য সুলভে মেশিন দরকার। তরুণ উদ্যোক্তা নিজের ডেস্কটপ প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজাতে গিয়ে কর্মজগতের নানাক্ষেত্রে প্রসারমান এই কমপিউটার চাহিদার উপর জোর দিচ্ছেন, সবচাইতে বেশী।

শিশুদের বিকাশ রহিত হচ্ছে

এখন কমপিউটার স্কুলে যাচ্ছে। অনেক মফস্বল শহর কমপিউটারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। ডাটা এন্ট্রির কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তারা ১০০% রপ্তানী শিল্পের মূলধন কলকব্জা ও সরঞ্জাম হিসেবে তাদের কমপিউটার চালানের শুল্ক মওকুফ করার জন্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ২২ কোটি টাকার কমপিউটার আসবে ৬০০ কোটি টাকার বৈদেশিক কাজ করার জন্য। সরকার টেলিফোন ডাইরেক্টরী, ভোটার তালিকা, ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য কমপিউটার সংগ্রহ করছেন। গত ৩ বৎসর যাবৎ কমপিউটার জগৎ ও অন্য পথিকৃতেরা কমপিউটার ব্যবহার জনপ্রিয় করার জন্য একটা ইতিবাচক আবহাওয়া তৈরী করায়, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের সন্তানদের জন্য একটি পিসি সংগ্রহ করতে চাইছে। কমপিউটারের কিশোর প্রতিভা মিশো একদিন কমপিউটার মেলায় ঝড় তুলেছিল। তার একটি কমপিউটার নেই। ২৫ হাজার টাকা দামের একটি পিসির উপর শুল্ক ও ট্যাক্স মিলিয়ে মোট ৯০০০ টাকা দিতে হচ্ছে বলে ওর অভিভাবকের পক্ষে একটি পিসি ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছেনা। ঢাকার বাইরে নূতন প্রজন্মের কমপিউটার শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। ৬ কোটি টাকার জন্য এদের বিকাশ রহিত করে বসে আছে সরকার। এমনটি করার অধিকার সরকারের আছে কিনা, অগ্রপথিকরা সে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ জনগণ নিজ উদ্যমে এদেশে কমপিউটার প্রসারের ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। সরকারের অবদান এতে নগন্য। ভারতের কোলকাতায় অলিতে গলিতে কমপিউটার প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম হাউস গড়ে উঠেছে এ ধরণের আন্দোলনে। বাংলাদেশে বেসরকারী খাতের পথিকৃতেরা কমপিউটার আন্দোলনে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন গত তিন বছরে, সরকারের পক্ষে ৫০/৬০ কোটি টাকা ব্যয় করে ১০ বছরেও তার সমান আবহাওয়া তৈরী করা সম্ভব ছিলনা। জনগণের সৃষ্ট ইতিবাচক অগ্রগতির সামনে নেতিবাচক মনোভঙ্গি ও আচরণ নিয়ে রাজস্ব বিভাগকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সরকার যে-মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন, সেটাই হতাশ করছে দেশবাসী ও তাদের অগ্রপথিকদের।

এমন প্রযুক্তি দ্বিতীয়টি নেই

জনাব বোরহান উদ্দিন বলেন, কমপিউটার হচ্ছে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতা প্রসারের ভিত্তি- সম্পদ। দেশের জন্য এর মত উন্নয়ন-সহায়ক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি আর একটিও নেই। ১০/১৫ বছরের একটা পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় দেশকে মানসে ও কর্মে আধুনিক করে তোলার জন্য কমপিউটারের আগমনকে স্বাগত জানানোর দায়িত্বটা সরকারের। নিম্ন বা শুন্য শুল্কহার ও তথ্য প্রযুক্তির চালান থালাসে একটা লিখিত প্রযুক্তি মনস্ক শুল্ক দুয়ার রেখে সরকার বুঝাতে পারেন, এ জাতিকে সরকার দর্জি ও ক্লিনারের জাতিতে পরিণত করতে চাননা।

সরকারের লক্ষ্যটাই সমস্যা

ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্টের জনাব আফতাব-উল ইসলাম দূরদৃষ্টি নিয়ে কথা বললেন। তাঁর মতে, মূল শুল্কটা টেকনিক্যাল। এখানে আমদানীকৃত মেশিন আশেপাশের দেশে যেন চলে না যায়, সেজন্যই এ শুল্ক সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু শুল্ক, ট্যাক্স, হয়রানি সব মিলিয়ে যেটা প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করা দরকার। সমস্যা হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য ও অভীষ্ট নিয়ে। তিনি সরকারী খাতে কমপিউটার প্রসারের উপর জোর দেন।

তিনি বললেন, সরকারী অফিসে অফিসে স্থাপিত কমপিউটার দিয়ে টাইপের কাজ হচ্ছে, এর উন্নততর ব্যবহারে তাঁরা মোটেও আগ্রহ নিচ্ছেন না। কমপিউটারের ৯৫ ভাগ ক্ষমতা অলস পড়ে আছে সরকারী খাতে। এখান থেকে কাজ শুরু করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ ভিডিও ক্যামেরা ডিউটি ফ্রী হলে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-কর্মসংস্থানের বাহন কমপিউটার সম্পর্কে সরকারের নীতিটা কী, তা জিজ্ঞাসা করা দরকার।

প্রয়োজন ১০০% অবচয় হার

জনাব আফতাব-উল ইসলাম বললেন, বর্তমানে কমপিউটারের উপর অবচয় বা ডিপ্রিসিয়েশন ১৫%। এর অর্থ, একটি পিসি ৭ বৎসর ধরে ব্যবহারে রাখতে হবে। কমপিউটার বিশ্বের খবর সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে দাম হু হু করে কমছে। ৬/৯ মাসে নূতন প্রযুক্তি এসে যাচ্ছে। এক বৎসরে ১০০% ডিপ্রিসিয়েশন দিলে আয়করে কিঞ্চিৎ স্বস্তি পাবার জন্য বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান উন্নততর কমপিউটার কাজে লাগানোর জন্য ব্যগ্র হয় উঠবে। ব্যবহৃত পুরাতন কমপিউটার অতীব সস্তায় সাধারণ মানুষের হাতে যাবে শিক্ষা প্রশিক্ষণটা হবে সত্যিকার অর্থে সার্বজনীন। তাতে কমপিউটার পিছু ২/৩ জনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যাঙ্ক লেনদেনে কমপিউটার ক্রয় ও ব্যবহারের জন্য নিম্নহারের সুদ নির্দিষ্ট করা দরকার। তাতে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়তা বাড়বে। শুল্ক কমানোর চাইতে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

তৃতীয়তঃ কোম্পনীর আয়-ব্যয়ের হিসাব কমপিউটারে রাখা হলে কর কর্মকর্তাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে।

ট্যাক্সে সামঞ্জস্য থাকতে হবে

কমপিউটার সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ এইচ কাফী বললেন, সমস্যা কিন্তু শুল্কহার নয়। প্রধান সমস্যা হচ্ছে সকল যন্ত্রাংশ এবং পেরিফেরালসের উপর একই ধরণের ট্যাক্স নেই। কী-বোর্ডের, মনিটর, রিবন, ডিস্ক সব কিছুর উপরই ভিন্ন ভিন্ন ট্যাক্স কাঠামো। ফলে কর কর্তাদের খেয়ালখুশী মত অনেক সময়ই হয়রানি ও কারচুপি ঘটে থাকে। তার মতে সকল পিসি, যন্ত্রাংশ, পেরিফেরালস ও আনুসঙ্গিক সামগ্রীর উপর একইরূপ ট্যাক্স থাকা দরকার।

শুল্কহার, করের চাপ, সরকারের উদাসীনতা নিয়ে সরকারের সাথে সমিতির প্রত্যক্ষ আলোচনা ও তার ধারাবাহিকতা দরকার। কমপিউটার কাউন্সিল ও কমপিউটার সমিতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতো বলে এ খাতের ব্যক্তিত্ববর্গ মনে করেন। স্পষ্টতই এসব ক্ষেত্রে সমস্যা ও বিড়ম্বনা অফুরান। এরশাদ আমলে সরকার ও উদ্যোক্তাদের কাউন্সিল ও সমিতির আলোচনায় শুল্কহার হ্রাস ও অন্যান্য পদক্ষেপের ফলে সত্যিকার অর্থে কমপিউটার প্রসার শুরু হয়। কনসালটেশন বা আলোচনার পথেই সরকার এ ধরনের প্রযুক্তি আনায়নের আবহ তৈরি করতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আমলে সরকারী খাতে কমপিউটার ক্রয়ে সামান্য অগ্রগতি ঘটলেও পদ্ধতি, ব্যবস্থা, লক্ষ্য সবক্ষেত্রেই এ খাত পিছিয়ে পড়ছে। নির্বিকার রয়েছেন সরকারের মন্ত্রী-আমলা-উপদেষ্টাগণ। এটাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট। ❁